বাইশ নম্বর — চল্লিশতম পদের গোপন ইতিহাস

ইজেকিয়েল সংখ্যা তিন

Jeff Pippenger

2026-08-08

একশত চুয়াল্লিশ হাজারের সীলমোহরের সময়কালে ইযেকিয়েল একজন যাজক। প্রথম অধ্যায়ে ইযেকিয়েলকে পবিত্রধামে নিয়ে যাওয়া হয়।

> এবং ত্রিশতম বছরে, চতুর্থ মাসে, মাসের পঞ্চম দিনে, যখন আমি কবার নদীর তীরে বন্দীদের মধ্যে ছিলাম, তখন আকাশমণ্ডল উন্মুক্ত হলো, এবং আমি ঈশ্বরের দর্শনসমূহ দেখলাম। মাসের পঞ্চম দিনে, যা ছিল রাজা যিহোয়াখীনের বন্দিত্বের পঞ্চম বছর, সদাপ্রভুর বাক্য স্পষ্টরূপে বূজি-পুত্র যাজক যিহিষ্কেলের কাছে কালদীয়দের দেশে কবার নদীর তীরে উপস্থিত হলো; এবং সেখানে সদাপ্রভুর হাত তাঁর উপরে ছিল।
>
> আর আমি দেখিলাম, এবং দেখ, উত্তর দিক হইতে এক ঘূর্ণবায়ু আসিতেছে, এক মহামেঘ, এবং এক অগ্নি, যাহা নিজেকেই আবৃত করিতেছিল; আর তাহার চারিদিকে এক জ্যোতি ছিল; এবং তাহার মধ্য হইতে, অর্থাৎ অগ্নির মধ্য হইতে, কহরবার বর্ণের ন্যায় কিছু প্রকাশ পাইতেছিল। আবার তাহার মধ্য হইতে চার জীবন্ত প্রাণীর সদৃশতা প্রকাশ পাইতেছিল। আর ইহাই ছিল তাহাদের আকৃতি; তাহাদের মানুষের সদৃশতা ছিল। এবং তাহাদের প্রত্যেকের চারটি মুখ ছিল, এবং তাহাদের প্রত্যেকের চারটি পাখা ছিল। আর তাহাদের পা ছিল সোজা পা; এবং তাহাদের পায়ের তলা ছিল বাছুরের পায়ের তলার ন্যায়; এবং তাহারা দীপ্তিমান পালিশকৃত পিতলের বর্ণের ন্যায় ঝলমল করিতেছিল। আর তাহাদের চার পার্শ্বে, তাহাদের পাখার নীচে, মানুষের হাত ছিল; এবং তাহাদের চারজনেরই মুখ ও পাখা ছিল। তাহাদের পাখা একটির সহিত অন্যটি সংযুক্ত ছিল; চলিবার সময় তাহারা ফিরিত না; তাহারা প্রত্যেকে সরল সামনের দিকে অগ্রসর হইত। আর তাহাদের মুখমণ্ডলের সদৃশতা এইরূপ ছিল: তাহাদের চারজনেরই ডান পাশে মানুষের মুখ ও সিংহের মুখ ছিল; এবং তাহাদের চারজনেরই বাঁ পাশে বলদের মুখ ছিল; তাহাদের চারজনেরই ঈগলের মুখও ছিল। এইরূপই ছিল তাহাদের মুখমণ্ডল; এবং তাহাদের পাখা ঊর্ধ্বদিকে বিস্তৃত ছিল; প্রত্যেকের দুই পাখা একটির সহিত অন্যটি সংযুক্ত ছিল, এবং দুইটি তাহাদের দেহ আবৃত করিতেছিল।
>
> আর তারা প্রত্যেকে সোজা সম্মুখে অগ্রসর হইল; আত্মা যেদিকে যাইতে চাইত, তারা সেদিকেই যাইত; এবং চলিবার সময় তারা ফিরিত না। আর সেই জীবন্ত প্রাণীদের সাদৃশ্য সম্বন্ধে, তাহাদের চেহারা ছিল জ্বলন্ত অগ্নিকুণ্ডের ন্যায়, এবং প্রদীপসমূহের চেহারার ন্যায়; তাহা সেই জীবন্ত প্রাণীদের মধ্যে উপরে ও নিচে গমনাগমন করিতেছিল; এবং সেই অগ্নি ছিল উজ্জ্বল, আর সেই অগ্নি হইতে বিদ্যুৎ নির্গত হইতেছিল। আর সেই জীবন্ত প্রাণীরা বিদ্যুতের ঝলকের ন্যায় দৌড়াইত ও ফিরিয়া আসিত। পরে আমি যখন সেই জীবন্ত প্রাণীদের দেখিতেছিলাম, দেখ, সেই জীবন্ত প্রাণীদের পাশে, পৃথিবীর উপরে, তাহাদের চার মুখের অনুরূপ এক একটি চাকা ছিল। চাকাগুলির চেহারা ও তাহাদের নির্মাণ ছিল বৈদূর্যমণির বর্ণের ন্যায়; এবং চারটিরই একরূপ সাদৃশ্য ছিল; আর তাহাদের চেহারা ও নির্মাণ এমন ছিল, যেন এক চাকার ভিতরে আর-এক চাকা। যখন তারা চলিত, তখন তাহারা চার দিকেই চলিত; চলিবার সময় তারা ফিরিত না। আর তাহাদের বৃত্তগুলি এত উচ্চ ছিল যে, তাহা ভয়ংকর বলিয়া প্রতীয়মান হইত; এবং চারটির বৃত্তই চারিদিকে চক্ষে পরিপূর্ণ ছিল।

আর যখন সেই জীবন্ত প্রাণীরা চলিত, তখন চাকাগুলিও তাহাদের পাশে চলিত; এবং যখন সেই জীবন্ত প্রাণীরা পৃথিবী হইতে উপরে উঠিত, তখন চাকাগুলিও উপরে উঠিত। আত্মা যেদিকে যাইতে চাইত, তারা সেদিকেই যাইত; সেখানেই তাহাদের আত্মার গতি ছিল; এবং চাকাগুলি তাহাদের সম্মুখে উপরে উঠিত; কারণ সেই জীবন্ত প্রাণীর আত্মা চাকাগুলির মধ্যে ছিল।

যখন তারা যেত, তখন এরাও যেত; এবং যখন তারা স্থির হয়ে দাঁড়াত, তখন এরাও স্থির হয়ে দাঁড়াত; এবং যখন তারা পৃথিবী থেকে উপরে উঠত, তখন চক্রগুলিও তাদের সম্মুখে উপরে উঠত; কারণ জীবন্ত প্রাণীর আত্মা চক্রগুলির মধ্যে ছিল। আর জীবন্ত প্রাণীদের মস্তকের উপরে বিস্তৃত আকাশমণ্ডলের সদৃশতা ছিল ভয়ংকর স্ফটিকের বর্ণের ন্যায়, তাদের মাথার উপরে প্রসারিত। আর আকাশমণ্ডলের নীচে তাদের পাখা সোজা ছিল, একটির দিকে আরেকটি; প্রত্যেকের দুইটি ছিল, যা এ পাশে তাদের দেহ আচ্ছাদিত করত, এবং প্রত্যেকের দুইটি ছিল, যা ও পাশে তাদের দেহ আচ্ছাদিত করত। আর তারা যখন চলত, আমি তাদের পাখার শব্দ শুনতাম, যেন মহাজলের শব্দ, যেন সর্বশক্তিমানের কণ্ঠস্বর, যেন বক্তৃতার ধ্বনি, যেন সৈন্যদলের কোলাহল; তারা যখন স্থির হয়ে দাঁড়াত, তখন তারা তাদের পাখা নামিয়ে দিত। আর তাদের মাথার উপরে যে আকাশমণ্ডল ছিল, সেখান থেকে একটি স্বর আসত, যখন তারা স্থির হয়ে দাঁড়াত এবং তাদের পাখা নামিয়ে দিত। আর তাদের মাথার উপরে যে আকাশমণ্ডল ছিল, তার ঊর্ধ্বে ছিল একটি সিংহাসনের সদৃশতা, নীলকান্তমণির ন্যায় তার দৃশ্য; এবং সেই সিংহাসনের সদৃশতার উপরে তার উপর উচ্চে একজন মানুষের আকৃতির ন্যায় সদৃশতা ছিল। আর আমি দেখলাম যেন অম্বরবর্ণ, তার অন্তরে চারদিকে আগুনের আকৃতির ন্যায়, তাঁর কটির আকার থেকে ঊর্ধ্বদিকে; এবং তাঁর কটির আকার থেকে নিম্নদিকে, আমি দেখলাম যেন আগুনের আকৃতির ন্যায়, এবং তার চারদিকে ছিল দীপ্তি। বর্ষার দিনে মেঘে যে ধনুক দেখা যায়, তার আকৃতির ন্যায় ছিল সেই চারদিকের দীপ্তির আকৃতি। এ ছিল সদাপ্রভুর মহিমার সদৃশতার দৃশ্য। আর আমি যখন তা দেখলাম, তখন আমি উপুড় হয়ে পড়লাম, এবং আমি একজন বক্তার কণ্ঠস্বর শুনলাম। যিহিষ্কেল 1:1–28।

"শোকাহত নির্বাসিত ভাববাদী ইযিকিয়েল, কল্দীয়দের দেশে, ইস্রায়েলের পরাক্রান্ত ঈশ্বরের বিশ্বাসের সেই একই শিক্ষা দানকারী একটি দর্শন লাভ করেছিলেন। তিনি যখন খেবর নদীর তীরে ছিলেন, তখন উত্তর দিক থেকে যেন একটি ঘূর্ণিবায়ু আসতে দেখা গেল, 'একটি মহান মেঘ, এবং নিজেকে আবৃত করতে থাকা একটি অগ্নি, এবং তার চারদিকে এক জ্যোতি, এবং তার মধ্যভাগ হইতে যেন অম্বরের বর্ণ।' অদ্ভুত আকৃতির একাধিক চাকা, একে অপরকে ছেদ করে, চার জীবন্ত সত্তার দ্বারা সঞ্চালিত হচ্ছিল। এই সকলের বহু ঊর্ধ্বে ছিল 'একটি সিংহাসনের সদৃশ, নীলকান্তমণির পাথরের দর্শনের ন্যায়: এবং সেই সিংহাসনের সদৃশের উপর, তাহার উপরে, একজন মানুষের দর্শনের ন্যায় এক সদৃশ ছিল।' 'আর জীবন্ত সত্তাগণের সদৃশ সম্বন্ধে, তাহাদের দর্শন ছিল জ্বলন্ত অগ্নিকুণ্ডের অঙ্গারের ন্যায়, এবং প্রদীপসমূহের দর্শনের ন্যায়: তাহা জীবন্ত সত্তাগণের মধ্যে উপরে নিচে যাতায়াত করিতেছিল; এবং অগ্নি ছিল উজ্জ্বল, এবং অগ্নি হইতে বিদ্যুৎ নির্গত হইতেছিল।' 'এবং করূবদের মধ্যে তাহাদের ডানার নিচে মানুষের হাতের আকৃতি দেখা গেল।'"

"চাকার ভিতরে চাকা ছিল, এমন এক জটিল বিন্যাসে যে, প্রথম দর্শনে সেগুলি যিহিষ্কেলের কাছে সম্পূর্ণ বিশৃঙ্খল বলেই প্রতীয়মান হয়েছিল। কিন্তু যখন সেগুলি চলল, তখন তা অপূর্ব নির্ভুলতায় এবং পরিপূর্ণ সুষমায় চলল। স্বর্গীয় সত্তাগণ এই চাকারগুলিকে চালিত করছিলেন, এবং সর্বোপরি, মহিমান্বিত নীলকান্তমণির সিংহাসনের

উপরে, অনন্ত সত্তা অধিষ্ঠিত ছিলেন; আর সিংহাসনের চারদিকে ছিল পরিবেষ্টনকারী রামধনু, যা অনুগ্রহ ও প্রেমের প্রতীক। সেই দৃশ্যের ভয়াবহ মহিমায় অভিভূত হয়ে যিহিষ্কেল উপুড় হয়ে পড়লেন, তখন এক স্বর তাঁকে উঠতে এবং সদাপ্রভুর বাক্য শ্রবণ করতে বলল। এরপর ইস্রায়েলের জন্য তাঁকে একটি সতর্কবাণী প্রদান করা হল।" Testimonies, 751.

যে বছরে রাজা উজ্জিয়াহ মারা গেলেন, সে বছরে আমি প্রভুকে এক সিংহাসনের উপর উপবিষ্ট দেখলাম, উচ্চ ও উন্নত; এবং তাঁর পোশাকের ঘের মন্দির পূর্ণ করেছিল। তার উপরে সেরাফগণ দাঁড়িয়েছিল; প্রত্যেকের ছয়টি করে পাখা ছিল; দুইটি দ্বারা সে তার মুখ আচ্ছাদন করত, দুইটি দ্বারা সে তার পা আচ্ছাদন করত, এবং দুইটি দ্বারা সে উড়ত। আর একজন অন্যজনকে ডেকে বলল, পবিত্র, পবিত্র, পবিত্র, বাহিনীগণের সদাপ্রভু; সমগ্র পৃথিবী তাঁর মহিমায় পরিপূর্ণ। আর যে ডাকছিল তার কণ্ঠস্বরের ধ্বনিতে দ্বারের চৌকাঠগুলি কেঁপে উঠল, এবং গৃহ ধোঁয়ায় পরিপূর্ণ হয়ে গেল। তখন আমি বললাম, ধিক্ আমার! কারণ আমি বিনষ্ট হলাম; কেননা আমি অশুচি ওষ্ঠবিশিষ্ট একজন মানুষ, এবং আমি অশুচি ওষ্ঠবিশিষ্ট এক জাতির মধ্যে বাস করি; কারণ আমার চক্ষু রাজাধিরাজকে, বাহিনীগণের সদাপ্রভুকে, দর্শন করেছে। তখন সেরাফদের মধ্যে একজন আমার কাছে উড়ে এল, তার হাতে এক জ্বলন্ত অঙ্গার ছিল, যা সে চিমটা দিয়ে বেদী থেকে নিয়েছিল; এবং সে তা আমার মুখে স্পর্শ করিয়ে বলল, দেখ, এটি তোমার ওষ্ঠ স্পর্শ করেছে; অতএব তোমার অধর্ম দূর করা হয়েছে, এবং তোমার পাপ মোচন হয়েছে। পরে আমি প্রভুর কণ্ঠস্বর শুনতে পেলাম, তিনি বলছেন, আমি কাকে পাঠাব, এবং আমাদের জন্য কে যাবে? তখন আমি বললাম, আমি এখানে আছি; আমাকে পাঠান। যিশাইয় ৬:১–৮।

"এই দর্শনটি যিহিষ্কেলকে এমন এক সময়ে দেওয়া হয়েছিল, যখন তাঁর মন অন্ধকারময় আশঙ্কায় পূর্ণ ছিল। তিনি দেখেছিলেন যে তাঁর পিতৃপুরুষদের দেশে জনশূন্য ও ধ্বংসপ্রাপ্ত অবস্থায় পড়ে আছে। যে নগর এক সময়ে লোকপূর্ণ ছিল, তা আর অধিবাসীপূর্ণ ছিল না। তার প্রাচীরের মধ্যে আর আনন্দধ্বনি ও প্রশংসার গীত শোনা যেত না। স্বয়ং ভাববাদীও এক বিজাতীয় দেশে পরবাসী ছিলেন, যেখানে সীমাহীন উচ্চাভিলাষ ও নিষ্ঠুর হিংস্রতা সর্বময়ভাবে রাজত্ব করত। মানবীয় অত্যাচার ও অন্যায়ের যে সব কিছু তিনি দেখতেন ও শুনতেন, তা তাঁর প্রাণকে মর্মাহত করত, এবং তিনি দিনরাত গভীরভাবে বিলাপ করতেন। কিন্তু খেবার নদীর তীরে তাঁর সম্মুখে উপস্থাপিত সেই আশ্চর্য প্রতীকসমূহ প্রকাশ করল এক সর্বাধিপত্যশীল শক্তিকে, যা পার্থিব শাসকদের শক্তির চেয়েও মহত্তর। অসূর ও বাবিলের গর্বিত ও নিষ্ঠুর সম্রাটদের ঊর্ধ্বে করুণা ও সত্যের ঈশ্বর সিংহাসনে অধিষ্ঠিত ছিলেন।"

"যে চক্রসদৃশ জটিল বিষয়গুলি নবীর দৃষ্টিতে এমন বিভ্রান্তির মধ্যে জড়িত বলে প্রতীয়মান হয়েছিল, সেগুলি এক অসীম হস্তের পরিচালনাধীন ছিল। ঈশ্বরের আত্মা, যিনি তাঁর নিকট এই চক্রগুলিকে সঞ্চালিত ও পরিচালিত করছেন বলে প্রকাশিত হয়েছিলেন, বিভ্রান্তি থেকে সঙ্গতি উৎপন্ন করেছিলেন; এইভাবে সমগ্র জগৎ তাঁর নিয়ন্ত্রণাধীন ছিল। অসংখ্য মহিমান্বিত সত্তা তাঁর বাক্যমাত্রে দুষ্ট লোকদের শক্তি ও কূটনীতি নিয়ন্ত্রণে আনতে এবং তাঁর বিশ্বস্তজনদের কল্যাণ সাধন করতে প্রস্তুত ছিল।"

"অনুরূপভাবে, যখন ঈশ্বর ভবিষ্যৎ যুগসমূহের জন্য মণ্ডলীর ইতিহাস প্রিয় যোহনের নিকটে উন্মুক্ত করতে উদ্যত হলেন, তখন তিনি তাকে 'মনুষ্যপুত্রের সদৃশ একজনকে' প্রদর্শন করে তাঁর জনগণের প্রতি ত্রাণকর্তার অনুরাগ ও যত্নের এক আশ্বাস দান করলেন, যিনি সাতটি মণ্ডলীর প্রতীক সেই প্রদীপস্তম্ভগুলির মধ্যে বিচরণ করছিলেন।

যোহনকে যখন পার্থিব শক্তিসমূহের সঙ্গে মণ্ডলীর শেষ মহাসংগ্রামগুলি দেখানো হয়েছিল, তখন তাকে বিশ্বস্তদের চূড়ান্ত বিজয় ও উদ্ধারও দর্শন করার অনুমতি দেওয়া হয়। তিনি দেখলেন, মণ্ডলী পশু ও তার প্রতিমূর্তির সঙ্গে প্রাণঘাতী সংঘর্ষে উপনীত হয়েছে, এবং মৃত্যুদণ্ডের ভয়ে সেই পশুর উপাসনা বলবৎ করা হচ্ছে। কিন্তু যুদ্ধের ধোঁয়া ও কোলাহলের ওপারে দৃষ্টি নিক্ষেপ করে, তিনি সিয়োন পর্বতের উপরে মেষশাবকের সঙ্গে একদল লোককে দেখতে পেলেন, যাদের কপালে পশুর ছাপের পরিবর্তে 'পিতার নাম লিখিত' ছিল। এবং পুনরায় তিনি দেখলেন, 'যাহারা পশুর উপরে, ও তাহার প্রতিমূর্তির উপরে, ও তাহার ছাপের উপরে, ও তাহার নামের সংখ্যার উপরে জয়লাভ করিয়াছে,' তাহারা 'ঈশ্বরের বীণা ধারণ করিয়া' কাঁচের সমুদ্রের উপর দাঁড়াইয়া মোশি ও মেষশাবকের গান গাইতেছে।"

"এই শিক্ষাগুলি আমাদের মঙ্গলের জন্য। আমাদের বিশ্বাস ঈশ্বরের উপর স্থির রাখতে হবে, কারণ আমাদের সম্মুখেই এমন এক সময় আছে যা মানুষের প্রাণকে পরীক্ষা করবে। খ্রিষ্ট, জলপাই পর্বতে, তাঁর দ্বিতীয় আগমনের পূর্বে যে ভয়ংকর বিচারসমূহ ঘটবে সেগুলি বর্ণনা করছিলেন: 'তোমরা যুদ্ধের কথা ও যুদ্ধের গুজব শুনিবে।' 'জাতি জাতির বিরুদ্ধে, এবং রাজ্য রাজ্যের বিরুদ্ধে উঠিবে; এবং নানাস্থানে দুর্ভিক্ষ, মহামারী, ও ভূমিকম্প হইবে। এই সকলই দুঃখবেদনার আরম্ভ।' যদিও এই ভবিষ্যদ্বাণীগুলি যিরূশালেমের বিনাশকালে আংশিকভাবে পরিপূর্ণতা লাভ করিয়াছিল, তথাপি সেগুলির আরও প্রত্যক্ষ প্রয়োগ অন্তিম দিনের প্রতি।"

"আমরা মহান ও গম্ভীর ঘটনাবলীর দ্বারপ্রান্তে দাঁড়িয়ে আছি। ভবিষ্যদ্বাণী দ্রুত পরিপূর্ণ হচ্ছে। প্রভু দ্বারপ্রান্তে উপস্থিত। অতি শীঘ্রই আমাদের সম্মুখে এমন এক সময়কাল উন্মুক্ত হবে, যা সকল জীবিত মানুষের জন্য গভীরভাবে আগ্রহোদ্দীপক হবে। অতীতের বিতর্কসমূহ পুনরুজ্জীবিত হবে; নতুন বিতর্কেরও উদ্ভব হবে। আমাদের জগতে যে দৃশ্যাবলী সংঘটিত হতে চলেছে, সেগুলি এখনো মানুষের কল্পনাতেও উদিত হয়নি। শয়তান মানবীয় মাধ্যমের দ্বারা কার্যরত আছে। যারা সংবিধান পরিবর্তন করে রবিবার-পালন বাধ্যতামূলক করার জন্য একটি আইন নিশ্চিত করার প্রচেষ্টা করছে, তারা এর ফল কী হবে তা সামান্যই উপলব্ধি করে। এক সংকট একেবারে আমাদের উপর উপস্থিত।"

"কিন্তু এই মহাসঙ্কটে ঈশ্বরের দাসদের নিজেদের ওপর নির্ভর করা উচিত নয়। যিশাইয়, ইযেকিয়েল এবং যোহনকে প্রদত্ত দর্শনসমূহে আমরা দেখি, পৃথিবীতে সংঘটিত ঘটনাবলির সঙ্গে স্বর্গ কত ঘনিষ্ঠভাবে সংযুক্ত এবং যারা তাঁর প্রতি বিশ্বস্ত, তাদের জন্য ঈশ্বরের যত্ন কত মহান। জগৎ কোনো শাসকবিহীন নয়। আগত ঘটনাবলির পরিকল্পনা প্রভুর হাতে রয়েছে। স্বর্গের মহিমাময় অধিপতি জাতিসমূহের ভাগ্য, তদুপরি তাঁর মণ্ডলীর বিষয়সমূহও, নিজ তত্ত্বাবধানে ধারণ করে আছেন।"

"আমরা নিজেদেরকে প্রভুর কাজে অতিমাত্রায় যত্ন, দুশ্চিন্তা ও বিভ্রান্তি অনুভব করতে অনুমতি দিই। সসীম মানুষদের দায়িত্বের ভার বহন করার জন্য একা ছেড়ে দেওয়া হয়নি। আমাদের ঈশ্বরে বিশ্বাস রাখতে হবে, তাঁকে বিশ্বাস করতে হবে, এবং অগ্রসর হতে হবে। স্বর্গীয় দূতদের অক্লান্ত সতর্কতা, এবং পৃথিবীর জীবদের সঙ্গে সংশ্লিষ্ট তাঁদের পরিচর্যা-কার্যে তাঁদের নিরবচ্ছিন্ন নিয়োজিত থাকা, আমাদের দেখায় যে চাকার মধ্যে চাকা কীভাবে ঈশ্বরের হাত দ্বারা পরিচালিত হচ্ছে। ঐশ্বরিক শিক্ষক তাঁর কাজে প্রত্যেক কর্মীর প্রতি বলছেন, যেমন তিনি প্রাচীনকালে কোরসকে বলেছিলেন: 'আমি তোমাকে বলবান করিয়াছি, যদিও তুমি আমাকে জান নাই।'"

"যিহিষ্কেলের দর্শনে ঈশ্বরের হাত করূবদের পাখার নীচে ছিল। এর দ্বারা তাঁর দাসদের এই শিক্ষা দেওয়া হয় যে, ঐশ্বরিক শক্তিই তাদের সাফল্য দান করে। তারা যদি অধর্ম দূর করে এবং হৃদয় ও জীবনে শুচি হয়, তবে তিনি তাদের সঙ্গে কার্য করবেন।

"জীবন্ত সত্তাগণের মধ্যে বিদ্যুতের ন্যায় দ্রুততায় বিচরণকারী উজ্জ্বল আলো এই কাজটি অবশেষে যে দ্রুততার সঙ্গে সমাপ্তির দিকে অগ্রসর হবে, তারই প্রতীক। যিনি তন্দ্রাচ্ছন্ন হন না, যিনি তাঁর পরিকল্পনাসমূহের পরিপূর্ণ সাধনের জন্য নিরন্তর কার্যরত, তিনি তাঁর মহান কার্যকে সুষমভাবে অগ্রসর করতে পারেন। সীমাবদ্ধ মননের নিকটে যা জটিল ও দুর্বোধ্য বলে প্রতীয়মান হয়, প্রভুর হাত তা পরিপূর্ণ শৃঙ্খলায় রক্ষা করতে পারে। তিনি দুষ্ট লোকদের অভিপ্রায় ব্যর্থ করার উপায় ও ব্যবস্থা নির্ধারণ করতে পারেন, এবং যারা তাঁর প্রজাদের বিরুদ্ধে অনিষ্টের চক্রান্ত করে, তাদের পরামর্শ তিনি বিভ্রান্ত করে দেবেন।"

"ভ্রাতৃগণ, এখন শোক ও নিরাশার সময় নয়, সন্দেহ ও অবিশ্বাসের কাছে আত্মসমর্পণ করারও সময় নয়। খ্রিস্ট এখন যোসেফের নতুন সমাধিতে অবস্থানরত কোনো ত্রাণকর্তা নন, যা এক বিরাট পাথর দিয়ে বন্ধ করা হয়েছিল এবং রোমীয় মোহর দ্বারা সীলমোহরকৃত ছিল; আমাদের একজন পুনরুত্থিত ত্রাণকর্তা আছেন। তিনি রাজা, তিনি বাহিনীগণের প্রভু; তিনি করূবদের মধ্যস্থলে উপবিষ্ট; এবং জাতিসমূহের বিরোধ ও তুমুল অস্থিরতার মধ্যেও তিনি এখনো তাঁর প্রজাদের রক্ষা করে চলেছেন। যিনি স্বর্গমণ্ডলে শাসন করেন, তিনিই আমাদের ত্রাণকর্তা। তিনি প্রত্যেক পরীক্ষার পরিমাণ নির্ধারণ করেন। তিনি সেই অগ্নিকুণ্ডের অগ্নিশিখার প্রতি দৃষ্টি রাখেন, যা প্রত্যেক প্রাণকে পরীক্ষা করতেই হবে। যখন রাজাদের দুর্গসমূহ বিপর্যস্ত হবে, যখন ঈশ্বরের ক্রোধের বাণসমূহ তাঁর শত্রুদের হৃদয় বিদ্ধ করবে, তখন তাঁর প্রজারা তাঁর হাতে নিরাপদ থাকবে।" Testimonies, volume 5, 752–754.

ইযিকিয়েলের এক লক্ষ চুয়াল্লিশ হাজারের অন্তর্ভুক্ত হওয়ার প্রার্থীদের প্রতিনিধিত্ব করেন, এবং পংক্তির পর পংক্তি তাঁর পবিত্রধামে অভিজ্ঞতা যিশাইয় ও যোহনের পবিত্রধামের অভিজ্ঞতার সঙ্গে সামঞ্জস্যপূর্ণ। আমরা এখন মন্দির-পরীক্ষায় রয়েছি, যা সেই তিন পরীক্ষার মধ্যে দ্বিতীয়, যেগুলি এক লক্ষ চুয়াল্লিশ হাজারকে সীলমোহর করে। সেই সময়কালই হল মালাখি তৃতীয় অধ্যায়ের পরিপূর্ণতায় চুক্তির দূতের দ্বারা সম্পন্ন শুদ্ধিকরণ। তিন পরীক্ষার এই শুদ্ধিকরণ-প্রক্রিয়াই মালাখির অগ্নিময় "চুল্লি," "যা প্রত্যেক প্রাণকে পরীক্ষা করতেই হবে।" যখন তৃতীয় দূত 22 অক্টোবর, 1844 তারিখে আগমন করলেন, তখন চুক্তির দূত হঠাৎ তাঁর মন্দিরে এসে উপস্থিত হলেন এবং সেই ইতিহাসের জ্ঞানী কুমারীদের অতি পবিত্র স্থানে পরিচালিত করলেন, যেন তিনি তাঁর বিশ্বস্তদের সীলমোহর করতে পারেন; কিন্তু সেই ইতিহাসের কুমারীরা বিদ্রোহ করল, এবং 1856 সালের মধ্যে ফিলাদেলফীয় মিলারীয় আন্দোলন পরিবর্তিত হয়ে লাওদিকীয় মিলারীয় আন্দোলনে পরিণত হল, এবং 1863 সালে তা লাওদিকীয় সেভেন্থ-ডে অ্যাডভেন্টিস্ট মণ্ডলীতে পরিণত হল।

১৮৪৪ সালের ২২ অক্টোবর আকস্মিকভাবে আগত তৃতীয় স্বর্গদূত ১৮৬৩ সালে তাঁর উপস্থিতি প্রত্যাহার করেছিলেন, এবং পরে ২০০১ সালের ১১ সেপ্টেম্বর পুনরায় প্রত্যাবর্তন করেন। পঁচিশ বছর পরে, ১৮৪৪ সালের ২২ অক্টোবর দ্বারা যার প্রতিরূপ দেখানো হয়েছিল সেই মন্দির-পরীক্ষা এখন পুনরাবৃত্ত হচ্ছে। পঁচিশ প্রতীকী অর্থে দুইশত পঞ্চাশের একটি ভাববাণীমূলক দশমাংশ, এবং দুইশত পঞ্চাশ দানিয়েল এগারোর একাদশ থেকে পঞ্চদশ পদে উপস্থাপিত ইতিহাসের একটি প্রতীক। দুইশত পঞ্চাশ, এবং পঁচিশ, যিহিষ্কেলের পবিত্রধাম-দর্শনের অন্তর্গত একটি চাকা। পঁচিশ হলো জ্ঞানী ও দুষ্টদের

পৃথকীকরণের একটি প্রতীক, যা সেই তিন-ধাপের পরীক্ষণ-প্রক্রিয়ার পরিপূর্ণতায় সংঘটিত হয়, যে প্রক্রিয়াটি চুক্তির দূতের দ্বারা সম্পন্ন শোধনকার্যে উপস্থাপিত হয়েছে।

মথি পঁচিশ অধ্যায়ে তিনটি উপমা রয়েছে, এবং প্রতিটি উপমাই এক লক্ষ চুয়াল্লিশ হাজারের মোহরাঙ্কনের সময়ে জ্ঞানী ও দুষ্টের পৃথকীকরণকে চিহ্নিত করে। অধ্যায়টিতে প্রতিফলিত ঈশ্বরের লোকদের আশা এই যে, তারা যেন মধ্যরাত্রির আর্তধ্বনির বার্তার তেলের অধিকারিণী এক জ্ঞানী কুমারী হতে পারে। তাদের আশা এই যে, তাদের ব্যক্তিগত পরীক্ষাকালের মধ্যে তাদের তত্ত্বাবধানে পরিচালনার জন্য যে বিশেষ প্রতিভাসমূহ তাদের দেওয়া হয়েছিল, সেগুলির ব্যবহারে তাদের তত্ত্বাবধায়কত্বের জন্য তারা যেন বিশ্বস্ত দাসরূপে বিচারিত হয়। তাদের আশা এই যে, তারা যেন ঈশ্বরের চরাগাহের একটি মেষরূপে বিচারিত হয়, তাঁর দক্ষিণ পাশে উপবিষ্ট, এবং তাঁর বাম পাশে একটি ছাগলরূপে নয়। পঁচিশ হলো এক লক্ষ চুয়াল্লিশ হাজারের মোহরাঙ্কনের সময়ে জ্ঞানী ও দুষ্টের পৃথকীকরণের একটি প্রতীক। পঁচিশ হলো ইযিহিষ্কেলের চাকার একটি।

> আমাদের বন্দিত্বের পঁচিশতম বছরে, বছরের শুরুতে, মাসের দশম দিনে, নগরী আঘাতপ্রাপ্ত হওয়ার চতুর্দশ বছরে, সেই একই দিনে প্রভুর হাত আমার উপর ছিল, এবং তিনি আমাকে সেখানে নিয়ে গেলেন। Ezekiel 40:1.

বন্দিত্বের পঁচিশতম বছরকে অক্টোবর ২২ দ্বারা উপস্থাপিত করা হয়েছে, যা এক ব্যবস্থাগত দ্বারের বন্ধ হওয়ার দ্বারা প্রতীকায়িত। ১৮৪৪ সালের অক্টোবর ২২-এ একটি দ্বার খোলা হয়েছিল এবং একটি দ্বার বন্ধ করা হয়েছিল, যখন দুই শ্রেণি পৃথক করা হয়েছিল।

> ফিলাদেলফিয়ার মণ্ডলীর দূতের নিকটে লিখ; এই কথা বলেন তিনি, যিনি পবিত্র, যিনি সত্য, যাঁর কাছে দাযূদের চাবি আছে, যিনি খুলেন, আর কোনো মানুষ বন্ধ করতে পারে না; এবং বন্ধ করেন, আর কোনো মানুষ খুলতে পারে না; আমি তোমার কার্য সকল জানি: দেখ, আমি তোমার সম্মুখে একটি উন্মুক্ত দ্বার স্থাপন করেছি, এবং কেউ তা বন্ধ করতে পারে না; কারণ তোমার অল্প শক্তি আছে, তবু তুমি আমার বাক্য পালন করেছ, এবং আমার নাম অস্বীকার কর নি। প্রকাশিত বাক্য ৩:৭, ৮।

খ্রীষ্ট ফিলাডেলফিয়ার দূতকে বলেন যে, তিনি তাদের কার্য জানেন, এবং তিনি ফিলাডেলফিয়ার মণ্ডলীর সম্মুখে একটি উন্মুক্ত দ্বার স্থাপন করেছেন। সেই দ্বার “দাউদের চাবি” দ্বারা উন্মুক্ত করা হয়েছে, যে চাবিটি এলিয়াকীমের উপর অর্পিত হয়েছে।

> আর সেই দিনে এমন ঘটবে যে, আমি হিল্কিয়ার পুত্র আমার দাস ইলিয়াকীমকে ডাকব; এবং আমি তাকে তোমার পোশাক পরাব, ও তোমার কটিবন্ধ দ্বারা তাকে শক্তিশালী করব, এবং তোমার শাসনভার আমি তার হাতে সমর্পণ করব; আর সে যিরূশালেমের অধিবাসীদের এবং যিহূদার গৃহের পিতা হবে। এবং দাযূদের গৃহের চাবি আমি তার কাঁধে অর্পণ করব; ফলে সে খুলবে, এবং কেউ বন্ধ করবে না; আর সে বন্ধ করবে, এবং কেউ খুলবে না। যিশাইয় 22:20–22।

যে দিনে এলিয়াকীমকে আহ্বান করা হয়, সে দিনে তাকে দুষ্ট শেব্না থেকে পৃথক করা হয়।

> সেনাবাহিনীর প্রভু সদাপ্রভু এই কথা বলেন, যাও, এই ভাণ্ডাররক্ষকের কাছে, অর্থাৎ শেবনার কাছে, যে গৃহের উপর নিযুক্ত, এবং বল, তোমার এখানে কী আছে? এবং এখানে তোমার কে আছে, যে তুমি এখানে নিজের জন্য একটি সমাধি খোদাই করে নিচ্ছ, যেমন কেউ উচ্চস্থানে নিজের জন্য একটি সমাধি খোদাই করে, এবং শিলার মধ্যে নিজের জন্য

> একটি বাসস্থান উৎকীর্ণ করে? দেখ, সদাপ্রভু তোমাকে প্রবল নির্বাসনে বহন করে নিয়ে যাবেন, এবং তিনি নিশ্চয়ই তোমাকে আচ্ছন্ন করবেন। তিনি নিশ্চয়ই তোমাকে প্রবলভাবে পাকিয়ে একটি বলের মতো বিস্তৃত দেশে নিক্ষেপ করবেন; সেখানে তুমি মরবে, এবং সেখানে তোমার গৌরবের রথসমূহ তোমার প্রভুর গৃহের লজ্জা হবে। যিশাইয় ২২:১৫–১৮।

শেবনা ও এলিয়াকীমের দৃষ্টান্তকে পরিপূর্ণ করেছিল যে জ্ঞানী ও মূর্খ কুমারীদের পৃথকীকরণ, তা ১৮৪৪ সালের ২২ অক্টোবর পূর্ণ হয়েছিল; এবং যিহোয়াকীনের বন্দিত্বের পঁচিশতম বর্ষেও, যা ছিল খ্রিষ্টপূর্ব ৫৭৩ সালের ২২ অক্টোবর, তা পূর্ণ হয়েছিল। ইযেকিয়েল অধ্যায় ৮-এ, অ্যাডভেন্টিজমের অন্তর্গত দুষ্টদের, যাদের দ্বারা যিরূশালেমকে উপস্থাপন করা হয়েছে, সূর্যের প্রতি নতজানু পঁচিশজন পুরুষের মাধ্যমে উপস্থাপন করা হয়েছে। যিরূশালেমের ধ্বংস রবিবার-আইনকে নির্দেশ করে, যা একই সঙ্গে সেই পথচিহ্নও, যা এক লক্ষ চুয়াল্লিশ হাজারের সীলমোহরকরণের সময়ের সমাপ্তি ঘটায়। সেই সীলমোহরকরণের সময় ২০০১ সালের ১১ সেপ্টেম্বর শুরু হয়েছিল, এবং যীশু আলফা ও ওমেগা উভয়ই; অতএব ২০০১ সালের ১১ সেপ্টেম্বর, সীলমোহরকরণের সূচনা হিসেবে, পরিসমাপ্তিকেও—অর্থাৎ রবিবার-আইনে—দৃষ্টান্তরূপে প্রকাশ করে।

২০০১ সালের ১১ সেপ্টেম্বর ১৮৮৮ সালের মিনিয়াপোলিস সভাসমূহ দ্বারা প্রতিরূপিত হয়েছিল; কারণ সিস্টার হোয়াইট নির্দেশ করেন যে, নিউ ইয়র্কের বিশাল অট্টালিকাগুলি যখন ৯/১১-এ ধসে পড়ল, তখন প্রকাশিতবাক্য ১৮:১–৩ পরিপূর্ণ হয়েছিল। সেই সময়ে, যেমন ১৮৮৮ সালে, তিনি চিহ্নিত করেছিলেন যে প্রকাশিতবাক্য আঠারোর দূত তাঁর মহিমায় পৃথিবীকে আলোকিত করতে অবতীর্ণ হয়েছিলেন। ১৮৮৮ সালের বিদ্রোহকে তিনি কোরহ, দাথান ও অবীরামের বিদ্রোহের সঙ্গে সমান্তরাল স্থাপন করেছিলেন, যাঁদের ধর্মত্যাগে আরও খ্যাতিমান দুই শত পঞ্চাশজন লোক যোগ দিয়েছিল। প্রাচীন ইস্রায়েলের প্রারম্ভিক ইতিহাসে কোরহ ও তার সঙ্গীদের বিদ্রোহে দুই শত পঞ্চাশজন বিদ্রোহী প্রাচীন ইস্রায়েলের অন্তিম পর্বে সূর্যের কাছে নত হওয়া পঁচিশজন লোকের প্রতিরূপ ছিল।

সানডে আইনের সামনে নত হওয়া লাওদিকিয়ীয় অ্যাডভেন্টিজমের পঁচিশ জন নেতা এবং 9/11-এ দুইশত পঞ্চাশ জন, সীলমোহরকরণের সময়কে পঁচিশের প্রতীকবাদের মাধ্যমে উপস্থাপন করে—(জ্ঞানীদের ও দুষ্টদের পৃথকীকরণের প্রতীক)—যাতে সীলমোহরকরণের সময়ের সূচনা ও সমাপ্তি চিহ্নিত হয়। তা মূসার সময়ের দুইশত পঞ্চাশ জন বিদ্রোহীই হোক, অথবা ইযেকিয়েল অধ্যায় আটের পঁচিশ জন লোক, অথবা মথি অধ্যায় পঁচিশে পৃথকীকরণের তিন সাক্ষীই হোক, অথবা ইযেকিয়েল চল্লিশে বন্দিত্বের পঁচিশতম বছর; পঁচিশের প্রতীকের সমস্ত প্রকাশ সেই তিনটি দুইশত-পঞ্চাশ-বছরের সময়পর্বের সঙ্গে সামঞ্জস্যপূর্ণ, যেগুলি যথাক্রমে 207 BC, 313 এবং 2026 সালে তাদের সমাপ্তিতে উপনীত হয়েছিল।

পঁচিশ, বলা যায়, পঁচিশেরই এক অক্ষ, যা পঁচিশের সমস্ত রেখাকে পরিপূর্ণতায় নিয়ে আসে। এটি সেই রাজ্যের ভবিষ্যদ্বাণীমূলক চাবিগুলোর একটি হিসেবে ওঠে, যা পদ চল্লিশের গুপ্ত ইতিহাসে স্পষ্টতা আনয়নের জন্য পিতরকে দেওয়া হয়েছিল। বারংবার, তিনের অধিক সাক্ষীর দ্বারা এটি প্রতিষ্ঠিত হয়েছে যে দানিয়েল এগারোর দশম থেকে পঞ্চদশ পদ পর্যন্ত ১৯৮৯ সাল থেকে রবিবার-আইন পর্যন্ত ইতিহাসকে আবৃতকারী এক রেখাকে উপস্থাপন করে, যা পদ চল্লিশের গুপ্ত ইতিহাস। যিহূদা গোত্রের সিংহ এখন যিহিষ্কেলের চাকার মুদ্রা খুলছেন, যখন তিনি সেই গুপ্ত ইতিহাস উন্মুক্ত করছেন, যা অন্তিম দিনের মধ্যরাত্রির ক্রন্দনের

বার্তাকে চূড়ান্ত করবে।

পরবর্তী প্রবন্ধসমূহে আমরা ইযেকিয়েলের সেই চাকার পরিচয় নির্ণয় করা অব্যাহত রাখব, যা শেষে দিনের মানবসমাজের জটিল পারস্পরিক ক্রিয়াকে প্রতিনিধিত্ব করে। এই প্রবন্ধের সূচনায় উপস্থাপিত ইযেকিয়েল প্রথম অধ্যায় এবং তার সহগামী Testimonies, volume five থেকে গৃহীত অংশটি, প্রবন্ধসমূহে অগ্রসর হওয়ার সঙ্গে সঙ্গে আমাদের অব্যাহত নির্দেশক-উল্লেখবিন্দু হবে। যখন এই চাকাগুলি তাদের যথার্থ স্থানে, এবং ভবিষ্যদ্বাণীমূলক ইতিহাসের অন্যান্য চাকার সঙ্গে তাদের যথার্থ আন্তঃসংযোগসহ উপস্থাপিত হবে, তখন আমরা প্রদর্শন করব যে ১৮৪০ সালের ১১ আগস্ট প্রথম দূতকে ক্ষমতাপ্রদানকারী তিনশত একানব্বই বছর ও পনের দিনকেও ইযেকিয়েল তিনশত নব্বই বছর হিসেবে উপস্থাপন করেছেন, যা যিরূশালেমে অবরোধের দেড় বছরের সঙ্গে সংযুক্ত; এবং এই ভবিষ্যদ্বাণীমূলক আলোর আগমন এক লক্ষ চুয়াল্লিশ হাজারের পতাকা উত্তোলনকে সনাক্ত করে।

প্রকাশিতবাক্য নয় অধ্যায়ের দশম পদের একশত পঞ্চাশ বছরের (পাঁচ মাস) সূচনায় ১২৯৯ সালের ২৭ জুলাই থেকে ১৩৩৭ পর্যন্ত সময় ত্রিশ-আট বছরকে প্রতিনিধিত্ব করে। সেই একশত পঞ্চাশ বছর পনেরো পদে উল্লেখিত তিনশত একানব্বই বছর ও পনেরো দিনের সঙ্গে সংযুক্ত। অতএব, এই দুই সময়পর্বের সূচনা একত্রে একটি ভবিষ্যদ্বাণীমূলক রেখা গঠন করে, যা যোশিয়া লিচের ১৮৩৮ ও ১৮৪০ সালের ভবিষ্যদ্বাণীর পরিপূর্ণতায় সমাপ্ত হয়েছিল এবং মিলারীয় আন্দোলনের উত্থান ও ক্ষমতাপ্রাপ্তিকে চিহ্নিত করেছিল। অ্যাডভেন্টবাদের সূচনাকালে সেই ইতিহাস রবিবার আইনের পূর্বে একটি পতাকা-চিহ্নরূপে এক লক্ষ চুয়াল্লিশ হাজারের উত্থানকে চিহ্নিত করে। অতএব, যিহিষ্কেলের তিনশত নব্বই বছর, এবং যিরূশালেমের অবরোধের এক দশমিক পাঁচ বছর (১.৫), ১২৯৯ সালে শুরু হওয়া ভবিষ্যদ্বাণীমূলক রেখার সমাপ্তিকে চিহ্নিত করে।

পরবর্তী নিবন্ধের পূর্বে Testimonies, volume five থেকে উক্ত অংশটি বিবেচনা করা সার্থক হবে।